রিপোর্ট :
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনার-২০০৩
অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমিরুল ইসলাম*

বিগত ২৪-১২-২০০৩ ইং তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এবং অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আঞ্চলিক সেমিনার ২০০৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ সেমিনারটি উদ্বোধনী অধিবেশন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ম অধিবেশন-এ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত ছিল।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রোথিতযশা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অর্থনীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডঃ জ্যোতি প্রকাশ দত্ত-এর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তৃব্য রাখেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল বারকাত। অধ্যাপক দত্ত বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্রের পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক আয় বন্টন অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য লাগামহীন বাজার ব্যবস্থা চালু না করে সামাজিক খাতগুলোতে সরকারের অংশগ্রহণের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। অধ্যাপক বারকাত দেশের বিরাজমান অবস্থার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। বিশেষ করে, তিনি বলেন যে, দেশে বিরাজমান ব্যাপক দুর্নীতি ও দুবৃত্তায়নকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে কি শিল্পায়ন, কি আঞ্চলিক সহযোগিতা, কি সরকারী ব্যায় সংস্কার কিছুই সঠিক পথে এগুবেনা।

প্রধান অতিথি প্রফেসর মোশারফ হোসেন তাঁর ভাষণে ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতির ব্যাপক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি হলেও এ উন্নয়নের ফসল সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছেনি। তিনি বলেন, বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের উপর বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন আর নির্ভরশীল নয়। তবে মানুষে মানুষ অর্থনৈতিক বৈষম্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতির ভাষণে বলেন যে বাংলাদেশে যে ভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তাতে দেশে

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আর্থসামাজিক বৈষম্য ক্রমাগত প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। দারিদ্র নিরসনের গতি থেকে গেছে অতি শ্লথ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে গড়ে বছরে ৫ শতাংশের একটু ওপরে আটকে গেছে। দেশে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এমন সংস্কারগুলো দেশে বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে পুনর্বিচার করে প্রয়োজনে পূর্ণ:সংস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন যাতে সাধারণ মানুষ সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে যথাযথ ফল লাভ করতে পারে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও সরকারী ব্যয়বিন্যাস সেই প্রেক্ষিতে বিন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আঞ্চলিক সহযোগিতাও।

প্রথম কর্ম অধিবেশন ঃ

প্রথম কর্ম অধিবেশন ড. মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে বেলা ১১.০০ টায় শুরু হয়। এ অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর আবুল কালাম আযাদ ও প্রফেসর জ্যোতি প্রকাশ দত্ত। প্রফেসর আযাদ তাঁর প্রবন্ধে SASRC Cumulation নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যেকার বিরোধ এবং এই বিরোধের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করেও যে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব সে সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দেন। মধ্যম পন্থা হিসেবে তিনি রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদকদের মোট উপকরণের এক তৃতীয়াংশ সংগ্রহের সুপারিশ প্রদান করেন। উপকরণ সংগ্রহের এ শর্ত পূরণ হলেই কেবলমাত্র রপ্তানীকারকদেরকে SAARC Cumulation Benefit ভোগের সুযোগ দেয়া যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রফেসর জ্যোতি প্রকাশ দত্ত দক্ষিণ এশিয়ায় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার সম্ভাবনা এবং এর প্রকৃতি কিরূপ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন। মুক্ত বাণিজ্য এলাকা কার্যকর করার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস সুবিধা সম্প্রসারণ এবং অশুল্ক ও কাঠামোগত বাধাসমূহ দূরীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধের উপর ডঃ নিতাই চন্দ্র নাগ এবং ডঃ মাহবুব উল্লাহ নির্ধারিত আলোচক হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। ডঃ নাগ আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্যের তুলনায় বিশ্ব মুক্ত বাণিজ্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Static gain এর তুলনায় Dynamic gain এর পরিমাণ অনেক বেশী বলে তিনি মন্তব্য করেন। ডঃ আযাদের প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি SAARC Cumulation এর ক্ষেত্রে ৫১% মূল্য সংযোজন বিধান কতটুকু বাস্তব সম্মত তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে SAARC বহির্ভুত দেশসমূহ কেন অন্তর্ভুক্ত হলো না এ নিয়ে তিনি যুক্তি উত্থাপন করেন।

ডঃ মাহবুব উল্লাহ ডঃ দত্তের প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে কর সুবিধা প্রাপ্ত দ্রব্য সমূহের সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। India প্রদত্ত ২৪০৬টি পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। বৃহৎ দেশ হিসাবে ভারতের উদারতার উপর SAARC এর সাফল্য নির্ভর করছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাছাড়া অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতার তুলনায় এ অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতার গতি অত্যন্ত মন্থর বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতি ডঃ মইনুল ইসলাম বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক বিভেদ থাকার কারণে SAARC কে এগিয়ে নেয়া কষ্টকর হচ্ছে। তাছাড়া এখানে শুল্কের তুলনায় অশুল্ক বাধা অনেক বেশী শক্তিশালী। চোরাচালানের ব্যাপক মাত্রা কমানোর জন্য তিনি ক্রমান্বয়ে অবৈধ বাণিজ্যকে বৈধ

বাণিজ্যে রূপান্তরের পরামর্শ দেন। ভৌগলিক বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের সময় ভারতের অর্থনৈতিক নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশন ঃ

মধ্যাহ্ন ভোজের পর ড. হরেন্দ্র কান্তি দে এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ২.০০ টায়। এ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল সরকারী ব্যয় সংস্কার। প্রবন্ধকার ছিলেন প্রফেসর মাহবুব উলাহ। তিনি প্রবন্ধ লিখেননি তবে সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ADP-এর একশ শতাংশ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন। নির্ধারিত আলোচক ডঃ বেলায়েত হোসেন বলেন যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি না করেও ব্যয়ের গুণগত মান উন্নত করে সাামজিক উন্নতি অর্জন করা সম্ভব। যোগানের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যে তিনি সরকারী ব্যয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে তিনি প্রকৃত ব্যয় এবং বরাদ্দকৃত তহবিল এর মধ্যে ব্যবধান কমানোর সুপারিশ করেন।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মাহতাব আলম রাশেদী বলেন, ADP-এর আকার কমানো উচিত নয়। বরং এর implementation quality বাড়ানো দরকার। যেহেতু আমাদের দেশের বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা কম আগ্রহ দেখায়, তাই সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিৎ। অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আবুল বারাকাতও সরকারি ব্যয়ের অপচয় রোধ ও গুণাগুন বৃদ্ধির স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় কর্ম অধিবেশন ঃ

বিকেল চারটায় সমিতির সহ-সভাপতি ডঃ আবদুস সাত্তার মন্ডল-এর সভাপতিত্বে শিল্পায়নের উপর তৃতীয় কর্ম অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধকার ডঃ মোদাব্বের আহমদ এবং প্রফেসর জ্যোতি প্রকাশ দত্ত বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদনের উপর আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি কখনো দশকের ঘরে (Double Digit) এ উন্নীত হয়নি বলে লেখকদ্বয় হতাশা ব্যক্ত করেন। বহুচলক এবং বহুসমীকরণ মডেল ব্যবহার করে তাঁরা দেখান যে, আর্থিক নীতির তুলনায় রাজস্বনীতি শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

তৃতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন জনাব ওমর হায়দার মোহাম্মদ, নাজমুল বাশার ও আ.ন.ম. মইনুল ইসলাম। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদনের পুর্বাভাসকরনঃ সাধারণ একচলক বিশিষ্ট (ARMA) পদ্ধতি। লেখকরা দেখান যে, কোন তত্ত্ব ব্যবহার না করে শুধু অথীত তথ্য ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদনের পুর্বাভাস সম্ভব। এক্ষেত্রে তারা পাঁচটি মডেল পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দু'টি মডেল গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনায় রাখেন এবং পুর্বাভাসের ক্ষেত্রে দু'টির মধ্যে আবার একটি অধিকতর গ্রহণযোগ বলে মত প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ সাইফুদ্দীন খালেদ বলেন যে স্বল্প মেয়াদী পুর্বাভাসের ক্ষেত্রে এ ধরনের মডেল উপযোগী হতে পারে তবে দীর্ঘকালীন বিবেচনায় এ ধরণের মডেল পরিহার করা বাঞ্চনীয়।

প্রথম প্রবন্ধটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ সাইফুদ্দীন খালেদ বলেন যে মডেলটির পারফরমেন্স বাড়ানো সম্ভব যদি ব্যবহৃত ডাটা থেকে seasonality দূর করা যায়। এক্ষেত্রে আর্থিক নীতি অস্থির প্রকৃতির পরিবর্তে সুস্থির প্রভাব ফেলবে।

নির্ধারিত আলোচক বৃন্দের বক্তব্য ও মুক্ত অলোচনার পর বাংলাদেশ অর্থনীতি সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারাকাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে অধিবেশনের সভাপতি সেমিনারের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।